রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৩ সনের ১৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৩০, ২০২৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৭—২২৪
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৭৭—৩০৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৯৭—৩৪০
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ মাঘ ১৪২৯/২২ জানুয়ারি ২০২৩

নং **০৩.১০.২৬৯০.৮৮২.০১৮.০০১.২২-১৫**—জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ পণ্য পরিবহণ ও সেবা নিশ্চিতকল্পে লজিস্টিক্স খাতের সার্বিক উন্নয়ন-এর জন্য নিম্নোক্ত **"জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি"** গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সদস্যবৃন্দ

০২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

০৩। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

০৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

০৫। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

০৬। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

০৭। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

০৮। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

০৯। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

১০। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

১১। সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

১২। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

১৩। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

১৪। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

১৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৬। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৭। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

১৮। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

১৯। নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০। হেড, আরবান ও রিজিওন্যাল প্লানিং বিভাগ, বুয়েট

২১। প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

২২। প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

২৩। প্রেসিডেন্ট, মেট্রোপলিটন চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

২৪। প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

২৫। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রেইড ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন

২৬। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, সোসাইটি

২৭। চেয়ারম্যান, শিপারস কাউন্সিল অব বাংলাদেশ

২৮। কো-চেয়ার, লজিস্ট্রিক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেপেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটি

সদস্য-সচিব

২৯। মহাপরিচালক, নির্বাহী সেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভূক্ত হবেন।

কমিটির কার্যপরিধি :

- জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন;
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতিগত সহায়তা প্রদান ও বিদ্যমান নীতি কাঠামো সহজিকরণ;
- লজিস্টিক্স উপখাত ভিত্তিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে সার্বিক দিক নির্দেশনা;
- সামগ্রিক লজিস্টিক্স উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।

২। কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং স্থানীয় ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ এহেতেশাম রেজা
পরিচালক, নির্বাহী সেল।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ মাঘ ১৪২৯/২৩ জানুয়ারি ২০২৩

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৭.২২.২৬**—যেহেতু, জনাব ফয়জুন্নেছা আক্তার (পরিচিতি নং-১৭৫৭৩), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল-রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা এবং বর্তমানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা। মতিঝিল বাজস্ব সার্কেলে কর্মকালে নামজারি মোকদ্দমা নম্বর ২৯০১/ ২০১৯-২০ এর তফসিলে বর্ণিত পুরানা পল্টন লেন মৌজায় ৮৭ নম্বর হোল্ডিং, এস.এ-৭৫, আর.এস-৬১৭, সিটি-৭৫৮ নং খতিয়ানের এস.এ-৯৬, আর.এস-২০১৩, সিটি-৪২২ নং দাগের ০.০০৩১৫০ একর জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি "খ" তালিকাভুক্ত থাকার অজুহাত নামজারি নামঞ্জুর করেছেন কিন্তু একই হোল্ডিং এর নামজারি মোকাদ্দমা নম্বর ২৯৪৭/২০১৯-২০ এবং ৩১৬৮/২০১৯-২০ মঞ্জুর করে নামজারি মোকদ্দমা নম্বর ২৯০১/২০১৯-২০ এর আবেদনকারী জনাব বেলাল আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, "গোল্ডেন সন লিমিটেড" এর সাথে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের গত ২৩-০২-২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৭.২১.৬১ নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগয়ি মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৭-০৩-২০২২ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ০৫-০৪-২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭ (২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে গত ২৭-১০-২০২২ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ইতোপূর্বে উল্লিখিত সম্পত্তি পরিত্যাক্ত সম্পত্তির তালিকা খেকে অবমুক্ত এবং একই তফসিলের অন্য ফ্লাট/জমির নামজারি মঞ্জুর করা হলেও পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত থাকার অজুহাতে বারবার অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন সন লিমিটেডের নামজারির আবেদন নামঞ্জুর করায় জনাব ফয়জুন্নেছা আক্তার (পরিচিতি নং-১৭৫৭৩), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা এবং বর্তমানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, জনাব ফয়জুন্নেছা আক্তার (পরিচিতি নং-১৭৫৭৩), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা কর্মরত থাকাকালীন অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন সন লিমিটেডের উক্ত বাণিজ্যিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তি তার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নামজারি আবেদন করলে (যার নামজারি মামলা নং-২৯০১/২০১৯-২০) পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'খ' তালিকাভূক্ত হওয়ার অজুহাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের নামজারির আবেদন নামঞ্জুর করা হয়; পরবর্তীতে গত ১২-০১-২০২০ তারিখে পুনরায় নামজারি আবেদন (নামজারি মামলা নং-৩৮৪৭/২০১৯-২০) করলেও পূর্বোক্ত একই কারণে নামঞ্জুর করা হয়; যদিও গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গত ১৯-১১-১৯৯৫ তারিখে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি পরিত্যাক্ত তালিকা থেকে অবমুক্ত করেছে; এছাড়া বর্ণিত হোল্ডিং এর অন্য দুটি

নামজারি (নামজারি মামলা নং-২৯৪৭/২০১৯-২০ ও ৩১৬৮/২০১৯-২০) জনাব ফয়জুন্নেছা আক্তার (পরিচিতি নং-১৭৫৭৩), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত হয়, যা অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠানের পর পর দুটি নামজারি আবেদনের মধ্যবর্তী সময়ে দাখিল করা হয়; অভিযুক্ত জনাব ফয়জুন্নেছা আক্তার (পরিচিতি নং-১৭৫৭৩), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা নামজারি আবেদন যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না করে ত্রুটিপূর্ণভাবে নামঞ্জুর করেছেন এবং আলোচ্য তফসিলের সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি তালিকা থেকে অবমুক্ত বিধায় '২০ তলা বিশিষ্ট পল্টন টাওয়ারের' আরও অনেক নামজারি অনুমোদিত হয়েছে মর্মে অবহিত হলেও সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে জেনেশুনে অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন সন লিমিটেডকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান কারেন নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

০৫। সেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, উভয় পক্ষের সাক্ষী, তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথির অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনার জবাব ফয়জুন্নেছা আক্তার (পরিচিতি নং-১৭৫৭৩), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা এবং বর্তমানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের প্রকৃতি ও সার্বিক বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২) বিধি অনুযায়ী তাকে আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ৬ষ্ঠ গ্রেডে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০/- টাকা বেতন স্কেলের নিম্নধাপ ৩৫,৫০০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক 'লঘুদন্ড' প্রদান করা হলো তবে দন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০/- টাকা বেতন স্কেলে (৬ষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন কিন্ত তিনি বকেয়া আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ মাঘ ১৪২৯/১৬ জানুয়ারি ২০২৩

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০১.২২-০২**—যেহেতু, জনাব মোঃ শামীম হোসেন (পরিচিতি নম্বর-১৫৫৬৯) সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে প্রথম সচিব (উপসচিব), পাসপোর্ট ও ভিসা উইং হিসেবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রে কর্মকালে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০৪ আগস্ট ২০২১ তারিখের ১৭৬ নম্বর স্মারকে তাঁকে দায়িত্ব হস্তান্তরপূর্বক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে উক্ত বিভাগে যোগদানের নির্দেশনা প্রদান এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রের ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের ২০১৬ নম্বর স্মারকে তাঁকে একই তারিখ অপরাহ্নে উক্ত কর্মস্থল থেকে অবমুক্তির পর তিনি অদ্যাবধি সুরক্ষা সেবা বিভাগে যোগদান না করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে রুজুকৃত ১২/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ৩১ মে ২০২২ তারিখের ৫৫ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শামীম হোসেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করলেও ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেননি; জবাবে তিনি তাঁর সরকারি কর্মে যোগদান করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তাঁকে সরকারি চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করলে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে জনাব মোঃ শামীম হোসেন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে উক্ত বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুদন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের ৮৪ নম্বর স্মারকে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নোটিশ শৃঙ্খলা-১(১) শাখার সরকারি ই-মেইল হতে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত ই-মেইলে প্রেরণের মাধ্যমে জারি করা হয়;

০৪। যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দাখিল করার জন্য নির্দেশনা থাকলেও নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জনাব মোঃ শামীম হোসেন কোনো জবাব দাখিল করেননি বিধায় তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী **'চাকরি হতে অপসারণ'** নামীয় গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কমিশন জনাব মোঃ শামীম হোসেন-কে প্রস্তাবিত গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে; এবং

০৫। যেহেতু, জনাব মোঃ শামীম হোসেন-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দন্ডের সাথে ঐক্যমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে **'চাকরি হতে অপসারণ'** নামীয় গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

০৬। সেহেতু, জনাব মোঃ শামীম হোসেন (পরিচিতি নং-১৫৫৬৯), প্রাক্তন প্রথম সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দন্ডের সাথে ঐক্যমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(গ) বিধিমতে গুরুদন্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ থেকে **'চাকরি হতে অপসারণ'** নামীয় গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

০৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২১ পৌষ ১৪২৯/০৫ জানুয়ারি ২০২৩

নং **০৫.০০.০০০০.০৮৪.২৭.০০৯.২০(বি.মা).১০**—জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নং-১৬৮৮৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতখান, ভোলা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা তিনি সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ২৩-১১-২০১২ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা জনাব শতরুপা তালুকদারকে বিয়ে করেন ও পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় ০৭-০৪-২০১৪ তারিখ হতে আলাদা থাকতে শুরু করেন এবং সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে জনাব হৈমন্তী শুকলা ঘোষকে গত ০৭-১২-২০১৪ তারিখে বিয়ে করেন এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথেও বনিবনা না হওয়ায় ০৫-১১-২০১৮ তারিখে এক চুক্তির মাধ্যমে তার সাথে আলাদা হয়ে পুনরায় প্রথম স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে থাকেন, প্রথম স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং দ্বিতীয় স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে প্রথম স্ত্রীর সাথে বসবাস করা, তাঁর এ ধরণের আচরণ একজন সরকারি দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে খুবই অশোভনীয় বিধায় 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ২১-১০-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭. ০০৯.২০(বি.মা).৩৪৯ নম্বর স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯-১০-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ০৩-০৩-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বলেন অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য অপর পক্ষে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নং-১৬৮৮৮) তাঁর নিজের দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন; এবং

৪। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী পর্যালোচনা করে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য গত ০৪-০৩-২০২১ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং গত ১৬-১০-২০২২ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

৫। যেহেতু, প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ ও অভিযুক্তের পক্ষের সমুদয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনা ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর আওতায় সংশ্লিষ্ট বিধিমতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নম্বর-১৬৮৮৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতখান, ভোলা এবং বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

৬। যেহেতু, নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বাদী হৈমন্তী শুকলা ঘোষ কর্তৃক করা ফৌজদারী মামলা ডিসিমিস হয়েছে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাও অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মন্তব্য করেছেন;

৭। সেহেতু, জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নং-১৬৮৮৮) প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতখান, ভোলা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪২৯/০৪ জানুয়ারি ২০২৩

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.২০(বি.মা).১১**—জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নং-১৬৮৮৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতখান, ভোলা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা গত ২৮-০৩-২০১৮ তারিখ হতে ০১-০৯-২০২০ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতখান, ভোলা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ০৭-০৩-২০১৯ হতে ১০-০৪-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৩৫ দিন সহকারী কমিশনার (ভূমি), বোরহানউদ্দিন, ভোলা এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে মোট ৫১২টি নামজারি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন এবং উক্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে ৯২৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১৩, ৯৩৯, ৯৪১, ৯৪৩ ও ৯৪৫/১৮-১৯ নং (মোট ৮টি) নামজারি মোকদ্দমা প্রস্তাব ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার সুপারিশ ও স্বাক্ষর ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে বিধি বহির্ভূতভাবে অনুমোদন করায় দায়িত্বে অবহেলা ও গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে ২০-১০-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮৪.২৭.০০৮.২০(বি.মা).৩৪৭ নম্বর স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (ক), (খ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক 'অদক্ষতা', 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯-১০-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ০৩-০৩-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বলেন যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে অপরপক্ষে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নং-১৬৮৮৮) তাঁর নিজের দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন; এবং

৪। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর হওয়ায় ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং গত ০৫-১২-২০২২ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার পক্ষে সমুদয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর আওতায় সংশ্লিষ্ট বিধিমতে পর্যালোচনা করে জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নম্বর-১৬৮৮৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতখান, ভোলা এবং বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(ক) ও ৩(ঘ) বিধিতে উল্লিখিত যথাক্রমে 'অদক্ষতা' ও 'দুর্নীতিপরায়নতা'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি তবে তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার ৩(খ) বিধিতে উল্লিখিত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৬। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনা করে তাঁকে 'অসদাচরণ' এর জন্য দায়ী করেছেন তবে 'অদক্ষতা' ও 'দুর্নীতি পরায়ণতা' এর অভিযোগ

প্রমাণিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন কিন্তু এই বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অীভযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ এর লিখিত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩৫ দিনের মধ্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৫১২টি মিউটেশন মামলা শুধুমাত্র বোরহান উদ্দিন উপজেলার ভূমি অফিসে (সহকারী কমিশনার, ভূমি-এর কার্যালয়) নিষ্পত্তি করেছেন, যদিও এ সময়ে তিনি ২টি ইউএনও অফিস ও ২টি এসিল্যান্ড অফিসে দায়িত্বরত ছিলেন, এছাড়াও প্রশাসনিক অন্যান্য সকল কাজ ছিলো, এ বিপুল কাজ করার ফাঁকে তিনি শুধুমাত্র ১টি উপজেলা ভূমি অফিসে যেখানে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন সেখানে ৫১২টি মিউটেশন মামলা নিষ্পত্তি করেছেন, এ ধরণের মামলা শুরু হয় ইউএলএও এর প্রতিবেদন/প্রস্তাব থেকে কিন্তু এই প্রস্তাব ছাড়াই তিনি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন অর্থাৎ তিনি মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে মৌলিক বিষয়গুলো ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করেননি, এ জন্য তিনি সময়ের ঘাটতির কারণে ভুল হওয়ার যে দাবি করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়, এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ দক্ষতার সাথে তার মিউটেশন মামলাগুলো পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে প্রমাণিত হয়, তিনি এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে দক্ষতার সাথে মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছেন; এবং

৭। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নং-১৬৮৮৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতখান, ভোলা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), বোরহানউদ্দিন, ভোলা)-কে বোরহানউদ্দিন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ের ৮টি নামজারি মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ'-এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং উক্তরূপ অপরাধের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ অর্থাৎ ৬ষ্ঠ গ্রেডে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০/- টাকা বেতন স্কেলের নিম্নধাপ ৩৫,৫০০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০/- টাকা স্কেলে (৬ষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি এ সময়ে কোনো বকেয়া বেতন ও সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
ডিসিপ্লিন এন্ড প্রিভিলেজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১১.০০.০০০০.৮০৭.২৭.০০৩.২০২২-১৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কমিটি অফিসার পদে কমিটি শাখা-৬ এ কর্মরত আছেন এবং তিনি উক্ত শাখায় কর্মরত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর বেগম নাজমুন নাহার-কে কিছুদিন ধরে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ, তার সাথে অপ্রীতিকর আচরণ এবং আপত্তিকর কথাবার্তা বলে আসছেন। এ ধরণের আচরণ না করার জন্য বেগম নাজমুন নাহার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও অফিস কক্ষ ফাঁকা থাকলে অথবা প্রশাসনিক কর্মকর্তা সিটে না থাকলে অফিস সহায়ক জনাব আব্দু মিয়া চৌধুরী-কে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তার সাথে তিনি আপত্তিকর কথাবার্তা বলেন। তিনি তাকে রুমে ডেকে নিয়ে কম্পিউটারে নানা ধরণের নোংরা ও আপত্তিকর ছবি বের করে দেখান এবং বলেন এগুলো দেখলে মনে প্রশান্তি আসবে;

যেহেতু, তিনি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর বেগম নাজমুন নাহার-কে তার সাথে মার্কেটে ও বন্ধুর বাসায় যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন। বেগম নাজমুন নাহার ওয়াশ রুমে গেলেও মাঝে মাঝে তার গতি রোধ করার চেষ্টা করেন। তিনি (বেগম নাজমুন নাহার) মান-সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার কথা ভেবে তার এ ধরণের আচরণ বার বার সহ্য করে চলার চেষ্টা করেন;

যেহেতু, তিনি (কমিটি অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর বেগম নাজমুন নাহার-এর অফিস রুম ফাঁকা পেয়ে তার গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করেন। চিৎকার ও চেচামেচি করার চেষ্টা করলে তিনি তার মুখ চেপে ধরেন, তার সংসারে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টির জন্য বুদ্ধি দেন এবং কাউকে বললে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, কমিটি অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়-এর উক্তরূপ কার্যকলাপ একজন সরকারি কর্মকর্তার জন্য অশোভনীয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ২০০৫ এর ২৫ বিধির লঙ্ঘন। উক্ত বিধিমালার যে কোনো বিধির লঙ্ঘন যা জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫ (জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ২(চ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং একই বিধিমালার ৩(খ) বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিটি অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগ আনয়ণপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫ (জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী দেয়া হয়। তিনি বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা আনিত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কমিটি অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এর বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত তথ্য, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যালোচনায় তদন্ত প্রতিবেদনে মহিলা সহকর্মী-কে যৌন উৎপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫ (জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, কমিটি অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়-কে জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫ (জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর ৩(ক) বিধি মোতাবেক তাকে "নিম্ন পদে নামাইয়া দেওয়া" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আদেশক্রমে

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ১৮ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫২.০৪(১/১)-৫০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ আব্দুল মজিদ, জন্ম তারিখ: ১৫-১২-১৯৭৯ খ্রিঃ, পিতা: মোঃ মহির উদ্দিন, মাতা: মোছাঃ মনিজা বেগম, গ্রাম: গুরগুড়ী, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘর: দারোয়ানী, উপজেলা: নীলফামারী, জেলা: নীলফামারী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর উপজেলার ১০ নং কুন্দুপুকুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৯০.৮০(১)-৫২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (কাজী মোঃ সাইফুল্লাহ, জন্ম তারিখ: ১৫-০১-১৯৯৮ খ্রিঃ, পিতা: আবুল কাশেম মোঃ হাবিব উল্যাহ, মাতা: সালেহা আক্তার, গ্রাম: শিবরামপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘর: সোমপাড়া, উপজেলা: চাটখিল, জেলা: নোয়াখালী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার ০১ নং সাহাপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ০৫ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.৩৮.০৪(১)-৩২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ মেহেদী হাসান, জন্ম তারিখ: ২১-০৪-১৯৯৭ খ্রিঃ, পিতা: মোঃ নাজমুল হক, মাতা: হান্না খাতুন, গ্রাম: মিস্ত্রিপাড়া, বসুনিয়া রোড পুলের পাড়, কয়া, ওয়ার্ড নং-১৫, ডাকঘর: সৈয়দপুর, উপজেলা: সৈয়দপুর, জেলা: নীলফামারী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর পৌরসভার ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১২ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৬ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১০৪.৭৬(১/১)-৪১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মুহাম্মদ আবদুল মালিক, জন্ম তারিখ: ৩১-০১-১৯৮৬ খ্রিঃ, পিতা: মোঃ নুরুল হক হাওলাদার, মাতা: রিজিয়া বেগম, গ্রাম: দক্ষিণ কালিকাপুর, ওয়ার্ড নং-০২, ডাকঘর: নুরিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ০৩ নং গলাচিপা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৯ মাঘ ১৪২৯/২৩ জানুযারি ২০২৩

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০২৭.৮৭.১৫**—'বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-২৭, তারিখ: ১৭-০৩-১৯৫৯;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, সংগঠনটি সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী-২০০৪, অডিট রিপোর্ট-২০০৩ এবং ২০০৫-২০০৬ মেয়াদের নির্বাচনের কাগজপত্র দাখিল করেছেন তৎপরবর্তী হালনাগাদ কাগজপত্র দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এমসি/টিও-২/এ-২৭/৮৭/৬৭, তারিখ: ১১-০২-২০০৯ এর মাধ্যমে ২০০৫-২০০৬ সালের পর থেকে হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়নি বিধায় সতর্ক করা হয় এবং হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু পত্রের মর্মানুযায়ী কোনো তথ্যাদি দাখিল করেনি;

যেহেতু, সংগঠনের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৮.২১-১৫০, তারিখ : ৩১-০৩-২০২১ এর মাধ্যমে সভাপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় কিন্তু পত্রের জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় পুনরায় তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। তথাপিও সংগঠনের নিকট হতে কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায়নি বিধায় স্মারক নং-২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৫১.৮৭-২৫৫, তারিখ: ১৪-০৬-২০২২ এর মাধ্যমে বর্ণিত সংগঠনকে কেন বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, সংগঠনের ঠিকানায় কোনো অফিস পাওয়া যায়নি বিধায় বিলিকরণ সম্ভব হচ্ছে না মর্মে এ মন্ত্রণালয়ের গ্রহণ বিতরণ শাখা হতে প্রেরিত কারণ দর্শানো নোটিশ ফেরত পাওয়া গিয়েছে;

যেহেতু, সংগঠনটির সাংগঠনিক কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী স্মারক নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০২৭.৮৭-৪৭৯, তারিখ: ২১-০৯-২০২২-এর মাধ্যমে সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ঘোষণা করা হয় এবং সুপ্ত ঘোষণা পত্রটি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;

যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৫৬.২১-৬২৬, তারিখ: ২৭-০৯-২০২১ এর মাধ্যমে জনাব নাজনীন পারভীন, উপসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-কে সংগঠন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং নথিতে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রতিষ্ঠান না থাকায় পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে;

যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৮.২১-২৮৫, তারিখ: ০৭-০৯-২০২১ এর মাধ্যমে সংগঠনের হালনাগাদ তথ্যাদিসহ মতামত প্রেরণের জন্য নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। আরজেএসসি বর্ণিত সংগঠনের বিষয়ে স্মারক নং ২৬.০৬.০০০০.০২৯.৩৮.০০১.২১.১৮০৯, তারিখ: ১১-১২-২০২১ -এর মাধ্যমে সংগঠনটির কোনো তথ্য ডাটাবেজে পাওয়া যায়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন নামক বাণিজ্য সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ৬(৩) ধারামতে মহাপরিচালক সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ঘোষিত 'বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন'-এর অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স বাতিল করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ করলে তা যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছে;

সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা মোতাবেক "বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন"-এর অনুকূলে ১৭-০৩-১৯৫৯ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর-২৭ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হাফিজুর রহমান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ মাঘ ১৪২৯/২৫ জানুয়ারি ২০২৩

নং **৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০২৫.২০-৩২**—যেহেতু, জনাব মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা, উপ-তত্ত্বাবধায়ক (সাময়িক বরখাস্ত), সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), নওগাঁ এর বিরুদ্ধে এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ৪১.০০.০০০০.০১৬.০৮.০০২.১৮.১১৪ তারিখ: ২১ জানুয়ারি ২০১৯ মোতাবেক ০৩—১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মেয়াদে ১৫ (পনের) দিনের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি গ্রহণকরত আজমীর শরীফ জিয়ারত ও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান এবং চিকিৎসাজনিত কারণে ভারতে ভ্রমণশেষে নির্ধারিত সময়ের পরে দেশে ফিরে কাজে যোগদান না করা ও তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৬০ দিনের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও কর্মস্থলে যোগদান না করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নওগাঁ কর্তৃক তার নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হলেও (স্মারক নম্বর ৮০ তারিখ: ০৮ মে ২০১৯) তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেননি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ কনেননি;

যেহেতু, অননুমোদিতভাবে তিনি ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে;

যেহেতু, সমাজসেবা অধিদফতরের স্মারক নম্বর ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৭৫.১৯.২৭০ তারিখ: ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সরেজমিনে তদন্তকরত প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং প্রাথমিক তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০২৫.২০.১৭৪ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ মোতাবেক তাঁকে সাময়িক বরখাস্তকরত অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ১০/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগের বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য তাঁর কাছে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদনও দাখিল করেননি;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তকরত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক জনাব মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (৩) (ঘ) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্তকরণ দণ্ড আরোপকরত তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত দণ্ড প্রয়োগের লক্ষে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি মোতাবেক সরকারী কর্মকমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক আরোপিত গুরুদণ্ড (চাকরি হতে বরখাস্তকরণ) প্রয়োগের জন্য মতামত প্রদান করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা, উপ-তত্ত্বাবধায়ক (সাময়িক বরখাস্ত), সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), নওগাঁ-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ঘ) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ মাঘ ১৪২৯/২৯ জানুয়ারি ২০২৩

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৩৮.১৫(অংশ)-৫৩**—১৯৬৮ ইং সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০ নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল :

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	**প্রাচীন হিন্দু জমিদার বাড়ি।** গ্রাম: কুলপদ্দি ইউনিয়ন: ঝাউদি উপজেলা/থানা: মাদারীপুর সদর জেলা: মাদারীপুর	১৪৯ নং কুলপদ্দি	এস.এ ৮২ ১০১ ১১৮ ১৩৩ ১৩৩ ৫৪৫	১৩২ ১৬৬ ১৩৩ ১৩৭ ১৬৫ ৭৬০ ১৬৫ ৭৫৯ ১৩১	.৫৫ .৫৮ .২৯ .০৪ .৫৬ .৭৪ ২.৭৬	পূর্বে: সালাম হাওলাদার পশ্চিমে: দেলোয়ার মাস্টার উত্তরে: খোকা হাওলাদার দক্ষিণে: সরকারি রাস্তা	১। হরেন্দ্র গং ২। পরান নাথ সাহা গং ৩। পরেশ নাথ গং ৪। পরান নাথ সাহা গং ৫। পরান সাহা ৬। পরেশ নাথ সাহা রায় গং		.৪৯ একর জমি লীজ চলমান আছে লীজ কেস নং- ১। XII-V-২/৬৬-৬৭ ২। XII-৬২/৮৩-৮৪ স্বত ঘোষণার দাবীতে আঃ বারেক বেপারী বনাম বাংলাদেশ সরকার (২৪৭৫/২০১৩ নং) দেওয়ানী মামলা চলমান আছে। এল.এ ৩৪/৭৪-৭৫ নং কেসে আবহাওয়া অফিসে কিছু অধিগ্রহণকৃত। যাহার মধ্যে একটি পুরাতন বিল্ডিং আছে। তাছাড়া একটি পুরাতন জরাজির্ণ দোতলা বিল্ডিং আছে। যাহার মধ্যে ঝাউদি ইউনিয়ন ভূমি তফসিল অবস্থিত। উক্ত বিল্ডিং-এ ১৫টি কক্ষ আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাজীব কুমার সরকার
উপসচিব।